একক ১০ ❐ বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা

গঠন

১০.১ প্রস্তাবনা
১০.২ নির্দেশিকার উপযোগিতা
১০.৩ সম্পর্কিত বিষয় নির্দেশিকা
১০.৩.১ সংজ্ঞা বিচিত্রা
১০.৪ নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশিকা
১০.৫ নির্দেশিকা প্রণয়ন : সমস্যা
১০.৬ অনুশীলনী
১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ প্রস্তাবনা

বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা অপরিহার্য। এই নির্দেশিকায় স্থান পায় সর্বপ্রকারের ধারণা বা পদ, তার সমার্থক পদসমূহ এবং সারণি মধ্যে তাদের অবস্থান হওয়া চাই। সেটি করা হয় সাংকেতিক চিহ্নের দ্বারা। বর্গীকৃত ক্রম জটিল। তার চেয়ে বর্ণানুক্রমিকতার উপযোগিতার মাত্রা সীমাহীন। কিছু কিছু শ্রেণীর ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিকতা হয়তো ব্যবহৃত হয়েছে, তবে নির্দেশিকা প্রণয়নে বর্ণানুক্রমিকতাই 'একমেবাদ্বিতয়ম্'। অবশ্য এ কথা সর্বদাই স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, নির্দেশিকা উৎকৃষ্ট বর্গীকরণ পদ্ধতির বিকল্প কখনই নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, যথাযথ নির্দেশিকা রচিত না হলে বর্গীকরণ আমাদের খুব একটা সহায়তা করে না। এ কথাটি গ্রহণযোগ্য হয় তখনও যখন বর্গীকরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় কোনো বিশেষ বিষয়কে সহজে খুঁজে বার করা। যেসব বর্গীকরণ পদ্ধতিতে বিষয় বিন্যাসে ঔদাসীন্য প্রদর্শিত হয়ে সেখানেই নির্দেশিকার অপরিহার্যতা হয়ে ওঠে স্পষ্ট। কোনো গ্রন্থকে সহজে খুঁজে বের করা বর্গীকরণ পদ্ধতিরই একটি গৌণ কর্ম, যদিও এর ব্যবহারিক উপযোগিতাকে পুরোদস্তুর স্বীকার করতে হয়। বর্গীকরণের সমস্ত স্বীকৃত সংজ্ঞার মধ্যেই এ কথাটি শুধু নিহিত হয়েই নেই, বরং ভাবে এ কথাই আভাসিত যে, গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যকে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়-বিন্যাসে বিষয়সাম্যের নীতিই হয়ে গেছে স্বতঃপ্রকাশ। কাজেই যে বর্গীকরণ পদ্ধতি বিষয়ক্রমকে স্বচ্ছ করে প্রকাশ করতে পারে না তা কোনোমতেই উৎকৃষ্ট বলা চলে না।

ডিউই একবার অসতর্কভাবে দাবিই করে ফেলেছিলেন যে, ডিডিসি-র নির্দেশিকাটি তাঁর পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্দেশিকাই ও ভাবে গুরুত্বের দাবি করতে পারে না। বর্ণানুক্রমিকতা যতই স্মৃতিসহায়ক উপাদানে সমৃদ্ধ হোক না কেন, এ কিন্তু সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে দলবদ্ধ করতে অসহায়। সর্বোত্তম নির্দেশিকা যে ভ্রান্ত বর্গীকরণের জন্ম দেয় এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কারণ বহুদিন থেকেই বিষয়টি অনেক বর্গীকরণ বিশেষজ্ঞেরই মুখরোচক আলোচনার সামগ্রী হয়ে গেছে। তবু নির্দেশিকা মোহ অপনোদিত হয়নি। নির্দেশিকা কখনোই বর্গীকরণের বিকল্প নয়। যে সংহত সুশৃঙ্খল সুষমা বিকীর্ণ করতে পারে নির্দেশিকার সাধ্য কী তার ধারে কাছে যায়।

১০.২ নির্দেশিকার উপযোগিতা

নির্দেশিকা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। কিন্তু তার কাছ থেকে বর্গীকরণের কাজ আশা করা যায় না। নির্দেশিকা যা করে তা হল : বর্গীকরণের মধ্যে বিষয় নির্দেশ ; বর্গীকরণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা সম্পর্কিত ধারণাসমূহের সনাক্তকরণ। কোনো বর্গীকরণই মিশ্র বিষয়ের শাখাপ্রশাখাকে একত্র করতে পারে না। এস. এ. স্যাভেজ এই সব শাখাপ্রশাখাকে বিক্ষিপ্ত আত্মীয়বর্গ বলে অভিহিত করেছেন। নির্দেশিকা এই বিক্ষিপ্ত স্বজনবর্গের সঙ্গে কার কী ধরনের আত্মীয়তা তাই বিশদ ও স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয়। বর্গীকরণের মধ্যে এটি করা সম্ভব নয়—নির্দেশিকা বর্গীকরণের আংশিক অসম্পূর্ণতা দূর করে। এইভাবে নির্দেশিকা হয়ে যায় বর্গীকরণের পরিপূরক। বলাবাহুল্য, নির্দেশিকায় বর্গীকরণের পুনরাবৃত্তি ঘটে না, যা ঘটে তা হল ষোলকলায় পরিপূর্ণ করে তোলা। কাজেই যা বর্গীকরণের সারণিতে সহজলভ্য তাকে আর নির্দেশিকার মধ্যে টেনে আনা হয় না। সেই কারণেই শুধু নির্দেশিকার সাহায্যে বর্গাকারের পক্ষে গ্রন্থের বর্গীকরণ করতে যাওয়া সুবিবেচনার কর্ম নয়। এবং নির্দেশিকায় মিলিয়ে নেবার কাজে, আরও নিশ্চিত হবার জন্য সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত করাই বিজ্ঞজনোচিত। বর্গকার সারিণির যথাযথ স্থানটি খুঁজে বের করবেন, তার সাহায্যেই গ্রন্থের বর্গ নিশ্চয় করবেন, সঠিক সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করবেন, বিষয়ের যথাযথ শীর্ষনাম ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবেন। এই মর্মে তালিকাবিন্যস্ত (Enumerative) বর্গীকরণ পদ্ধতি অনুসৃত কিছুটা সমস্যা থেকেই যায়। বর্গীকরণ পদ্ধতিটি যদি সংশ্লেষণাত্মক হয় তা হলে বর্গকারকে ভ্রান্তির কবলে প্রায়শই পড়তে হয় না। অবশ্য পদ্ধতির মূলনীতি বিষয়ে বর্গকারকে পূর্বাহ্ণেই হয়ে উঠতে হবে পারদর্শী। তৎসত্ত্বেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সারণি ও নির্দেশিকার যৌথ ব্যবহারই কাম্য।

১০.৩ সম্পর্কিত বিষয় নির্দেশিকা (Relative Index)

অধিকাংশ বর্গীকরণ পদ্ধতিতেই রয়েছে সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা। অর্থাৎ বিষয়ের অবস্থান-নির্দেশের কাজ ছাড়াও এ সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে দেখিয়ে দেয়। তাই বর্গীকরণ পদ্ধতিকে এ করে তোলে অনেক বেশি কার্যকরী ও সাশ্রয়ী। বিষয়ও যেমন নির্দেশ করে তেমনি সারণি মধ্যে ইতস্তত পরিকীর্ণ হয়ে থাকা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের দিকেও যেন আঙুল তুলে দেখায়। সারণিতে প্রদর্শিত সম্পর্কিত ধারণাগুলির পুনরাবৃত্তি এখানে আর প্রয়োজন হয় না, কারণ সেগুলি উল্লেখক্রম ও শ্রেণীবদ্ধকরণের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা ধারণার পতাকাতলে প্রকীর্ণ সব সাংকেতিক চিহ্নকে সমবেত করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিশদ করে তোলাই হল সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিতার কর্ম। যেমন ডিডিসি-তে

Children : Care	649.1
Children : Medicine	618.92
Children : Psychology	155.4
Children : Social welfare	362.7

কোনো বর্গকারের হাতে 'Copper' বিষয়ক কোনো গ্রন্থ এল। তিনি যদি ডিডিসি-র ঊনবিংশ সংস্করণের নির্দেশিকাতে ওই পদের অনুসন্ধান করেন তা হলে 'কপার' সম্পর্কিত বিষয়ের নানা দৃষ্টিকোণ দেখতে পাবেন। যেমন, তাম্রযুগ, তাম্রশিল্প, তাম্র রসায়ন, ধাতু হিসেবে তাম্রের ব্যবহার ইত্যাদি। প্রত্যেকটি সংলেখের জন্যই সারণিতে নির্দিষ্ট হয়েছে সূচক সংখ্যা। যেমন,

Copper
Age

archaeology	930.15
Arts	
decorative	739.511
Chemistry	
inorganic	546.652
organic	547.05652
technology	661.0652

১০.৩.১ সংজ্ঞাবিচিত্রা

সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকার বিভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কালানুক্রমিকভাবে সেগুলি আলোচিত হলে এ ধরনের নির্দেশিকা সম্পর্কে বহুবিধ চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়। প্রথমেই স্মরণ করা যেতে পারে সেয়ার্সের কথা। সেয়ার্সের মতে সম্বন্ধযুক্ত নির্দেশিকার প্রতিটি সংলেখই তৎসম্পর্কিত সমস্ত রকমের মতামত, দৃষ্টিকোণ, সম্বন্ধ ও সমার্থক পদগুলিকে করে তোলে উদ্ভাসিত। এরপর কিথ ডেভিসনের সংজ্ঞাটি স্মরণযোগ্য। তাঁর মতে সাম্প্রতিককালে সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা বর্গীকরণ পদ্ধতিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত। বর্গীকরণ পদ্ধতির প্রকৃতি অনুযায়ী যেখানে বিষয়সমূহ হয় পড়ে বিক্ষিপ্ত তাকেই সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা একত্র সংবদ্ধ করে ও পারস্পরিক সম্পর্ককে করে তোলে বিশদ। বর্গীকরণ সারণির মধ্যে যে সম্পর্ক সূত্রটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাকে নিয়ে এই নির্দেশিকার কোনো শিরঃপীড়া না থাকাই উচিত।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াবাসী জন মেটকাফ একজন অগ্রাচারী নায়ক। তাঁর অভিমতে সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা নিতান্তই বর্গীকরণের এক সরল নির্দেশিকা মাত্র।

ডিউই তাঁর পদ্ধতিই নির্দেশিকা সম্পর্কে বলেছেন যে, এ ধরনের নির্দেশিকা দেয় সমার্থক শব্দাবলী, একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। কাজেই যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই সঠিক সংখ্যাটি খুঁজে পাওয়া একবারে নিশ্চিত। ডিউই-এর মতে নির্দেশিকা প্রণয়নে বিজ্ঞান অপেক্ষা কলাবিদ্যার প্রভাবই বেশি। ডিডিসি-র অষ্টাদশ সংস্করণের সুযোগ্য সম্পাদক বেঞ্জামিন কাস্টারের কথাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তিনি বলেছেন, বিষয় নির্দেশিকা সম্বন্ধসূচক বলে বিবেচিত হওয়ায় তাকে রিলেটিভ ইনডেক্স বলার প্রথা তৈরি হয়ে গেছে। কারণ এই নির্দেশিকা সারণিবদ্ধ সম্বন্ধের বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে সম্বন্ধকে নির্দেশ করে। সারণির মধ্যে একটি বিষয়ের বা ধারণার বিভিন্ন দিক প্রকীর্ণ হয়ে থাকে, নির্দেশিকায় তাদের একই বিষয়ের বা ধারণার অধীনস্থ করে সংবদ্ধ করা হয়। উপরন্তু সারণি মধ্যে তাদের অবস্থানও নির্দেশিত হয়।

উপরের আলোচিত সংজ্ঞাসমূহ সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তর অসামঞ্জস্যকেই প্রকট করে তোলে। এস. কে. ভ্যান বলেন, সম্বন্ধযুক্ত বিষয় নির্দেশিকার অর্থ নিয়ে যেমন বহুতর ব্যাখ্যা আছে তেমনি ডিউই-র সারণির দ্বিতীয় সংস্করণের আখ্যাপত্রে ব্যবহৃত 'Relative index' কথাটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়েও সৃষ্টি হয়েছে মতের অরণ্য।

১০.৪ নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশিকা (Specific Index)

সম্পর্কিত বিষয় নির্দেশিকা ও নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশিকার মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্দিষ্ট নির্দেশিকা বা 'স্পেসিফিক ইনডেক্স' কথাটি সেয়ার্সের উদ্ভাবন। এ শুধু সারণির একটি পদকে নির্দিষ্ট করে। যেমন, পেট্রোলিয়ম

D813 অর্থনীতি L100। ব্রাউনের 'সাবজেক্ট ক্ল্যাসিফিকেশন'-এ এ ধরনের নির্দেশিকা ব্যবহৃত। যদিও ব্রাউন মনে করতেন যে, তাঁর পদ্ধতির নির্দেশিকার সামর্থ্য সুনিশ্চিত, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়। ব্রাউনের পদ্ধতির নির্দেশিকা বিষয়ের অবস্থান নির্দেশে সমর্থ হলেও বিক্ষিপ্ত ও পরিকীর্ণ সম্বন্ধযুক্ত বিষয়সমূহকে একত্র করতে বা তাদের সম্বন্ধকে বিশদ করতে ব্যর্থ। তাই সেয়ার্সের মতে এ ধরনের নির্দেশিকা নিতান্তই নগণ্য ও অসম্পূর্ণ। সারণিতে বর্গীকরণ যেমন বিষয়সমূহকে ছড়িয়ে দেয় তেমনি একত্র নিবদ্ধও করে—বর্গীকরণের এই দিকটি ব্রাউনের পদ্ধতির নির্দেশিকায় উপেক্ষিত হয়েছে।

নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশিকার আর একটি উদাহরণ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

Fight, history of
Flight, natural
Flight into Egypt
Flight of the Bumble Bee

কোনো ব্যাপকতর বিষয় শিরোনামের সংলেখ সম্পর্কিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত করা হয়নি। ডিউই-র স্কীম থেকে 'Flight' এন্ট্রির একটি উদাহরণের সাহায্যে পার্থক্যটি বিশদ করা যেতে পারে। যেমন,

Flight	
guides	
aeronautics	629.13254
instrumentation	
aircraft eng.	629.1352
into Egypt	
Christian doctrines	232.926

যতক্ষণ পরিকীর্ণ বিষয়সমূহের সম্বন্ধগুলি সুস্পষ্ট না হয় ততক্ষণ কোনো নির্দেশিকাই তেমন ফলপ্রসূ হয় না। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ফ্যাসেটগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক উল্লেখক্রমের মধ্যে নিহিত থাকে কিংবা সারণি যেখানে সম্বন্ধগুলিকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে—এসব নির্দেশিকার মধ্যে দিয়ে বিশদীকৃত হয়ে উঠা প্রত্যাশিত।

১০.৫ নির্দেশিকা প্রণয়ন : সমস্যা

সর্বোত্তম একটি নির্দেশিকা প্রণয়নের আগে আমাদের কয়েকটি সমস্যার সমাধান করে নিতে হয়। প্রথমেই সমার্থক পদের সমস্যা। সারণিতে কোনো বিষয় বোঝাতে গিয়ে হয়তো একটিই পদ ব্যবহৃত, কিন্তু সেই পদের সমার্থক অন্য পদও থাকতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে নির্দেশিকার উভয় পদেরই সহাবস্থান কাম্য। ইউ. ডি. সি.-তে আছে :

Sleep-walking	159.9635
Somnambulism	159.9635
Arachnida	595.4
Spiders	595.4

দ্বিতীয় সমস্যা হল ভিন্নার্থবোধক শব্দ।

ইউ ডি সি:

Cranes (engineering)	621.873
Cranes (ornithology)	598.322
Waders (birds)	598.3
Waders (footwear)	685.315

এরকম ক্ষেত্রে সাজাতে হবে এইভাবে

Cranes	
engineering	621.873
ornithology	598.322
Waders	
birds	598.3
footwear	685.315

বর্গীকরণ পদ্ধতির তত্ত্ব ও গবেষণার ক্ষেত্রে বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্দেশিকা এক উপেক্ষিত প্রসঙ্গ। সাধারণত সারণি প্রণয়নের পর নির্দেশিকা তৈরি হয়। সারণি প্রণয়নের আগে নির্দেশিকা তৈরির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। একই সঙ্গে যে হবে এমন সম্ভাবনাও বিরলদৃষ্ট। সংশ্লেষণের ফলে সৃষ্ট বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয় না। অবশ্য ডিউই-র অষ্টাদশ সংস্করণ নীতির ব্যতিক্রম। মিশ্র ও যৌগিক বিষয় যদি প্রত্যক্ষভাবে সারণির মধ্যে উল্লিখিত হয়, কোনো সংশ্লেষণের পথ যখন অতিক্রম করতে হয় না তখনই তাদের নির্দেশিকায় আবদ্ধ করা হয়। বর্গীকরণ পদ্ধতির নির্দেশিকা এবং বর্গীকৃত ক্যাটালগের নির্দেশিকার প্রধান পার্থক্য হল এখানে। বর্গীকৃত ক্যাটালগের নির্দেশিকার মধ্যে গ্রন্থাগারের বিষয়গত চেহারাটি ফুটে উঠে, কিন্তু বর্গীকরণ পদ্ধতির নির্দেশিকা এটি প্রকাশ করতে অসমর্থ।

১০.৬ অনুশীলনী

১। নির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশিকা কোন্ পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়েছে?

২। সম্পর্কিত বিষয় নির্দেশিকার কাজ কী কী?

৩। বর্গীকরণ পদ্ধতির নির্দেশিকা ও বর্গীকৃত ক্যাটালগের নির্দেশিকার পার্থক্য কী?

৪। সম্পর্কিত বিষয় নির্দেশিকার ব্যাপারে বেঞ্জামিন কাসটারের মত কী?

১০.৭ গ্রন্থপঞ্জি

1. Chakrabarti, B. : Library classification theory. Calcutta, World Press, 1994.
2. Foskett, A. C. : The subject approach to information. 4th ed., London, Clive Bingley, 1982.
3. Maltby, A. Ed. : Sayers' manual of classification for librarian 5th ed. London, Deutsch, 1973.